গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫২২.১১৬.০৬.১৫. ১৪০

০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
তারিখ:------------------
১৭মে ২০১৫

বিষয়: মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে কতিপয় অনুসরণীয় বিষয়।

জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা জনপ্রশাসনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য পূরণে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত মোবাইল কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৯ নম্বর আইন)-এর তফসিলভুক্ত কোন আইনের অপরাধ ঘটনাস্থলে তাৎক্ষণিকভাবে আমলে গ্রহণ করে দণ্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদান করা হয়েছে। এ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে ভেজালবিরোধী অভিযান, মাদক সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও পরিবেশ রক্ষায় মোবাইল কোর্টের সাফল্য জনমনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে মোবাইল কোর্ট বিষয়ক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম আইনসম্মত, দক্ষতাসম্পন্ন, নির্ভুল, জনবান্ধব এবং প্রয়োগসিদ্ধ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নিয়মিতভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মনোযোগ ও দক্ষতার পরিচয় দেন না। এ জন্য মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমকে আরও প্রয়োগসিদ্ধ এবং নির্ভুল করার লক্ষ্যে নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হল:

(১) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের পূর্বে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে;

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পূর্বে সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদান এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা শেষে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন;

(৩) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এবং উক্ত আইনের তফসিলভুক্ত আইনসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে সংশ্লিষ্ট আইনের কপি সঙ্গে রাখা যেতে পারে;

(৪) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য এবং তাঁর সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত অপরাধের অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলেই আমলে গ্রহণ করতে হবে এবং বিচার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(৫) আদেশনামায় (Order sheet) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তারিখ এবং অপরাধ সংঘটনের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি কী অপরাধ করা অবস্থায় ধৃত হয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আদেশনামায় থাকতে হবে;

(৬) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত হয়নি এমন অভিযোগে কোন ব্যক্তিকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কোন সংস্থা কর্তৃক বিচারার্থে উপস্থিত করা হলেও উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। তাছাড়া, অপরাধ সংঘটনের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে কোন অভিযোগ আমলে নেওয়া এবং দণ্ডাদেশ প্রদান করা যাবে না;

(৭) অপরাধ আমলে নেওয়ার পর আসামির বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত অভিযোগ (নির্দিষ্ট আইনের নির্দিষ্ট ধারায়) গঠন করতে হবে। গঠিত অভিযোগ আসামিকে পাঠ ও ব্যাখা করে শুনাতে হবে এবং গঠিত অভিযোগ আসামি স্বীকার করবেন কিনা জানতে চাইতে হবে। দোষ স্বীকার না করলে কেন স্বীকার করেন না তার বিস্তারিত ব্যাখা জানতে চাইতে হবে;

(৮) আসামি দোষ/অভিযোগ স্বীকার করলে তার স্বীকারোক্তি আলাদা কাগজে লিখতে হবে। স্বীকারোক্তিপত্রে আসামির স্বাক্ষর/টিপসই, উপস্থিত দুজন সাক্ষীর স্বাক্ষর/টিপসই গ্রহণ এবং সাক্ষীগণের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা লিপিবদ্ধ করতে হবে;

(৯) আসামিকে নির্দিষ্ট আইনের নির্দিষ্ট ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা উল্লেখ করে দণ্ড আরোপ করতে হবে;

(১০) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট লিখিত আদেশনামায় আদেশ প্রদান ও স্বাক্ষর করবেন এবং নিজের নাম ও পদবি উল্লেখপূর্বক সিলমোহর ব্যবহার করবেন;

(১১) নৈর্ব্যক্তিকভাবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। এমনভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে যাতে শাস্তি প্রদান করা হলেও দণ্ডিত ব্যক্তি যাতে যাতে উপলব্ধি করতে পারেন যে, তার প্রতি অন্যায়ভাবে দণ্ড আরোপ করা হয়নি ;

(১২) ঘটনাস্থলে উদ্ধারকৃত আলামতের জব্দতালিকা প্রস্তুত করতে হবে । জব্দতালিকায় আলামত জব্দ করার তারিখ, সময়, স্থান, অপরাধের বর্ণনা, কার কাছ থেকে মালামাল জব্দ করা হয়েছে তার নাম, ঠিকানা, আইনের ধারা, জব্দকারীর নাম, পদবি ও স্বাক্ষর, দুই/তিন জন উপস্থিত সাক্ষীর স্বাক্ষর/টিপসই, সাক্ষীগণের পূর্ণাঙ্গ ও আসামির স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে;

(১৩) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিজে জব্দতালিকা প্রস্তুত না করলে তাঁকে অবশ্যই জব্দ তালিকায় লিখতে হবে যে, "আমার নির্দেশে/উপস্থিতিতে/সম্মুখে জব্দতালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।";

(১৪) উদ্ধারকৃত মালামালের (মালামালের নাম ও পরিমাণ বর্ণনাসহ) জব্দতালিকা ঘটনাস্থলে প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে আদেশনামায় উল্লেখ করতে হবে;

(১৫) জব্দকৃত সব মালামাল ধ্বংস করা যাবে না । উপযুক্ত পরিমাণ আলামত নমুনা হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ, আপিল আদালত আলামত তলব করতে পারেন। আপিল আদালতে আলামত উপস্থাপন করতে না পারলে নিম্ন আদালতকে জবাবদিহি করতে হতে পারে;

(১৬) জব্দকৃত মালামাল (ধ্বংসযোগ্য হলে) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক স্বয়ং আলামত ধ্বংস না করে কোন পুলিশ অফিসার/ প্রসিকিউটিং সংস্থার প্রতিনিধি দ্বারা আলামত ধ্বংস করা হলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রত্যয়ন করতে হবে যে, "আমার সম্মুখে/উপস্থিতিতে মালামাল ধ্বংস করা হয়েছে।"

(১৭) কোন কোন অপরাধ আলামত উদ্ধার এবং আলামতের পরিমাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । যেমন- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ১৯ ধারার উপধারা (১) এ বর্ণিত টেবিলের ক্রমিক নম্বর ৭ (ক)-তে বলা হয়েছে যে, "মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ কেজি হলে অন্যূন্য ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড।" এ ধারায় দণ্ড দিতে হলে মাদকদ্রব্য উদ্ধার হওয়া ও জব্দতালিকা থাকা জরুরি। কেননা, জব্দ তালিকা মালামাল উদ্ধারের প্রমাণক হিসাবে বিবেচিত হয়;

(১৮) সংশ্লিষ্ট ধারায় উল্লিখিত দণ্ডসীমার নিচে এবং দণ্ডসীমার ঊর্ধ্বে কোন দণ্ড আরোপ করা যাবে না। উদাহরণস্বরুপ, কোন আইনে সাজা 'অন্যূন ৩ মাস এবং অনূর্ধ্ব ১ বৎসর' লেখা থাকলে তিন মাসের নিচে সাজা দেওয়া যাবে না । অনুরূপভাবে এক বছরের উর্ধ্বে সাজা দেওয়া যাবে না;

(১৯) যদি কোন আইনের ধারায় কেবল "অনূর্ধ্ব ১ বৎসর কারাদণ্ড (which may extend to one year)" লেখা থাকে, সেক্ষেত্রে, কমপক্ষে এক দিন থেকে শুরু করে এক বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া যেতে পারে;

(২০) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ দুই বছরের বেশি সাজা দিতে পারবেন না;

(২১) অপরাধ সংঘটনের সময় ব্যতীত কিংবা অপরাধীর অনুপস্থিতিতে কেবল এজাহার/লিখিত অভিযোগ/প্রসিকিউশন রিপোর্টের ভিত্তিতে আমলে নিয়ে দণ্ডাদেশ প্রদান আইনসিদ্ধ হবে না;

(২২) আসামির দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৩৬৪ ধারার বিধানাবলি প্রতিপালন সাপেক্ষে একই বিধির ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করার কোন প্রয়োজন নেই। ফৌজদারি কার্যবিধির নির্ধারিত কোন ফরম ব্যবহার করারও প্রয়োজন নেই । সাদা কাগজে স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে;

(২৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ অস্বীকার করলে এবং তার বক্তব্য/ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হলে তাকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে;

(২৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটি বিচারার্থে উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করবেন;

(২৫) কেবল অর্থদন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে তা আদায়যোগ্য হবে। অন্যথায় অনাদায়ে কারাদন্ড আরোপ করতে হবে।

(২৬) অর্থদন্ড অনাদায়ে কারাদন্ড বিনাশ্রম হবে এবং তা কোনক্রমেই তিন মাসের অধিক হবে না।

(২৭) একই মামলায় একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকলে এবং প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের ধরন বা প্রকৃতি একই রকম হলে প্রত্যেককে একইরূপ দণ্ড প্রদান সমীচীন। আবার, একই মামলায় একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকলে প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির দন্ডের পরিমাণ ভিন্ন হলে কেন ভিন্ন দণ্ড প্রদান করা হয়েছে তার সুস্পষ্ট যৌক্তিকতা আদেশনামায় উল্লেখ করতে হবে;

(২৮) স্থান-কাল-পাত্র, পরিবেশ-পরিস্থিতি, আর্থিক সামর্থ্য ও অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় দন্ড আরোপ করা বাঞ্ছনীয়;

(২৯) অর্থদন্ড আদায়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত রশিদের সকল কলাম যথাযথভাবে পূরণ, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর প্রদান এবং নাম ও পদবি সংবলিত সিলমোহর ব্যবহার করতে হবে। ঘটনাস্থলে পূরণকৃত রশিদের প্রথম কপি তাৎক্ষণিকভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান এবং অর্থদন্ড/জরিমানা আদায়ের প্রমাণস্বরূপ কার্বন কপির অপর পৃষ্ঠায় দন্ডিত ব্যক্তির স্বাক্ষর কিংবা ক্ষেত্রমতে টিপসহি গ্রহণ করা যেতে পারে;

(৩০) কোন কোন আইনের অপরাধ আমলে নেওয়া এবং দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউটিং এজেন্সি কর্তৃক আলামতের নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করতে হয়। এজন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার পূর্বে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি (যেমন-formalin kit) সহকারে উপস্থিত থাকতে সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউটিং এজেন্সিকে পত্র দিতে হবে;

(৩১) আবেগ- তাড়িত হয়ে মোবাইল কোর্ট আইনের তফসিল-বহির্ভূত অন্য কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া যাবে না;

(৩২) দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে সাজা পরোয়ানা সহকারে কারাগারে পাঠাতে হবে এবং সাজা পরোয়ানায় আসামির নাম ঠিকানা, আইনের ধারা, সাজার পরিমাণ, সাজা কবে থেকে কার্যকর হবে এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদবি ও স্বাক্ষর উল্লেখ থাকতে হবে;

(৩৩) প্রত্যেক আসামির জন্য পৃথক সাজা পরোয়ানা ইস্যু করতে হবে। সাজার পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হলে একাধিক দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির নাম একই সাজা পরোয়ানায় লেখা যাবে না;

(৩৪) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তারিখ, অর্ডারশিটের তারিখ ও অন্যান্য কাগজপত্রে প্রদত্ত তারিখ যাতে অভিন্ন হয় তা নিশ্চিত করতে হবে;

(৩৫) পর্যাপ্ত পুলিশ ফোর্স/আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সঠিক রয়েছে মর্মে নিশ্চিত হয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে;

(৩৬) দীর্ঘক্ষণ একই রাস্তায় গাড়ি আটকিয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে যাতে সড়ক/মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে;

(৩৭) আপিল আদালত দণ্ডাদেশ প্রদানকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে সংশ্লিষ্ট মামলার নথি ফিরিস্তি করে আপিল আদালতে দ্রুত প্রেরণের নির্দেশ দেবেন;

(৩৮) ঘটনা এবং আইনের প্রশ্নে আপিল করা যাবে। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন কিনা এবং দন্ড আইনগতভাবে প্রদান করেছেন কিনা সেসব বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে আপিল আদালত হিসাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করবেন;

(৩৯) দন্ডিত ব্যক্তি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জামিন প্রার্থনা করলে এবং আরোপিত দন্ডের বিষয়ে আইনগত প্রশ্ন উথাপন করলে আপিল আদালত হিসাবে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৪২৬(১) ধারামতে সন্তুষ্ট হয়ে আসামিকে জামিনে মুক্তি দিতে পারেন এবং আরোপিত দন্ডের কার্যকারিতা স্থগিতের আদেশ দিতে পারেন;

(৪০) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ নেই। কিন্তু সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপিল আদালতে আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবেন;

(৪১) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও সহায়তাকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ ও ব্যবহার নম্র ও ভদ্র এবং পোশাক-পরিচ্ছদ মার্জিত হতে হবে;

(৪২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে জনসমর্থনের বিষয়ে সজাগ থাকা যুক্তিযুক্ত। অনুকূল জনমত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কারণে জনগণের কী উপকার হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে তা সমবেত জনতাকে প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করে বুঝানো যেতে পারে। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ন্যায়বিচার করাই যথেষ্ট নয়; জনসাধারণকে বুঝতে দিতে হবে যে, ন্যায়বিচার হচ্ছে।

(৪৩) অধিকতর তথ্য বা ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত **মোবাইল কোর্ট নির্দেশিকা** এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইনের বই অনুসরণ করা যেতে পারে।

২৭।৫।১৪

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব (জেমাপ্র)
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩

১। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)

অনুলিপি:
১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।